অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের ক্রয়কৃত ৫ একর জমি রেজিষ্ট্রী করা হয়েছে

আতিকুর রহমান ॥ গত ২৬ নভেম্বর শুক্রবার অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টার কৃর্তক ক্রয়কৃত জমির রেজিষ্ট্রী সম্পন্ন করেছে। অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের নামে রেজিষ্ট্রী করা হয়েছে। এ বছরের মে মাসে মসজিদ ভিত্তিক ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য ইঙ্গৈলবার্ন ও মিন্টু কর্নারে (১৩-১৭ ইগেলভিউ রোড) ৫ একর বিশিষ্ট জমি A$7,35,000 দামে অকশনে ক্রয় করে। অকশনের দিনে ১০% ডিপোজিট বাবদ A$73,000 প্রদান করা হয়। ৬ মাস পর্যন্ত বাকী অর্থ পরিশোধের সময় বর্ধিত করা হয়। বিশাল অর্থ সংগ্রহের জন্য সংগঠন কমিউনিটির দ্বারপ্রান্তে শরাপন্ন হয়। কমিউনিটি প্রতিবারে ন্যায় এবারও ব্যাপক সহযোগিতা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সংগঠন দীর্ঘ ৬ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করার ফলে অবশেষে অভিষ্ট লক্ষ্যে দুটি সফল ফান্ড রেইজিং ডিনারে কমিউনিটির ব্যাপক সাড়া ছিল লক্ষণীয়। ব্যাংকসটাউনে প্রথম ফান্ড রেইজিং থেকে সর্বমোট A$1,70,000 ডলার এবং মিন্টু পুলিশ সিটিজেন ক্লাবে দ্বিতীয় ডিনার থেকে মোট A$1,05,000 ডোনেশনের কমিটমেন্ট পাওয়া যায়। ডোনেশনের কমিটমেন্ট, বিভিন্ন মসজিদ থেকে, আজীবন সদস্য বাবদ ও কমিউটির বিভিন্ন স্তর থেকে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ছিল A$6,15,000। কিন্তু সরকারী ফিসহ জমির সর্বমোট মূল্য হল A$7,65,000। বাকী অর্থ A$1,50,000 কমিউনিটির নিকট থেকে স্বল্প মেয়াদে সুদ ও মুনাফা ব্যতীত কর্জ নেয়া হয়। ২৬ নভেম্বর রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর পরদিন শনিবার নিজস্ব প্রাঙ্গণে (Existing houses) যোহরের নামাজের পর শোকরমানা নামাজ আদায় করা হয়। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অতি স্বল্প সময়ে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা প্রথম ধাপ জমি ক্রয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন এবং আগামীতে একইভাবে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করেছেন। মসজিদ প্রকল্পে A$1,000 দান করে সকলকে সংগঠনের আজীবন সদস্য (Life Member) হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে সংগঠনের A$1,000 বিনিময়ে আজীবন সদস্য সংখ্যা দু'শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে।

আদিব সিদ্দিকী প্রথম আজান দিয়েছে

অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারে প্রথম ফান্ড রেইজিং ডিনারে অর্থ সংগহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্যাদির নিলামের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি ক্রয়কৃত জমিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের প্রথম আজান ও একামতের অকশন হয়। বিশিষ্ট হিসাররক্ষক আবু বকর সিদ্দীকির দু'সন্তান A$6,000 ও A$5,000 বিনিময়ে আজান ও একামত অকশনে জিতে নেয়। জমি রেজিষ্ট্রী হওয়ার পরের দিন দুপুরে যোহরের সময় অস্থায়ী নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। নামাজের আগে প্রথম আযান এবং পরে একামত দেয় (জনাব আবু বকর সিদ্দিকীর প্রথম সন্তান) গ্রীনেকারে অবস্থিত মালিক ফাহদের দশম শ্রেনীর ছাত্র আতদিব সিদ্দিকী।